সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কি নিষিদ্ধ পিএসসি

দেশে চাকরি নেই, চাকরির সুযোগ নেই। সুযোগ থাকলেও সেগুলো সীমিত। বেসরকারি খাতে গত এক দশকে অনেক কর্মের সুযোগ তৈরি হয়েছে সত্য। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। সরকারি খাতে মিল, কলকারখানা এতো বেশি বিক্রি আর বন্ধ হচ্ছে যে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে বৈ কমছে না। নিয়মিতভাবে সরকারি কাজের সুযোগ মাত্র বিসিএস পরীক্ষা বলা যায়। যেটাকে নিয়ন্ত্রণ করে পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)। পিএসসি আবার সব নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত নয়।

দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সব সুযোগ সীমিত। নেই বললেও ভুল বলা হয় না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা নেই, নিরাপদ স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা নেই। ভালো আবাসনের ব্যবস্থা নেই, খাবার নেই– শুধু নেই আর নেই। এতো হাহাকারের মাঝেও তারা বেঁচে থাকে। চোখে স্বপ্ন থাকে কিন্তু কেউ তার খোঁজ রাখে না। বুকে সাহস আছে, সেটাকে কাজে লাগানোর সুযোগ নেই। রাষ্ট্রের কোনো পর্যায়েই

তাদের অংশগ্রহণ নেই। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা মানুষ, এটা যেন রাষ্ট্র আর সমাজ মানতেই চায় না। যতো রকমের বৈষম্য তৈরি করা সম্ভব, রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য তৈরি করেছে। এই বৈষম্যের একটি পিএসসি। ব্যাপারটা এত অমানবিক যে কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। পিএসসি পরীক্ষায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না। কারণ প্রতিবন্ধিতা। প্রশ্ন হচ্ছে, প্রতিবন্ধী কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে হয় না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধিতার শিকার। তাহলে কেন তাদের পিএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না? এই প্রশ্নের উত্তর সরকার জানে না, রাষ্ট্র জানে না, কোনো মন্ত্রণালয় জানে না। জানে কে? এটা মানবাধিকারের লঙ্ঘন। শুধু মানবাধিকার নয়, এটা সব ধরনের আন্তর্জাতিক সনদের পরিপন্থী। সংবিধানের অবজ্ঞা।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝেও যারা কষ্ট করে পড়াশোনা শেষ করছে তাদের ভবিষ্যৎ কি? শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর তারাও একটি অংশ। সংখ্যায় হোক না কম, তাই বলে তারা কি রাষ্ট্রীয় ও দেশ সেবার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে না? এ কেমন নীতি? একটি উদাহরণের কথা বলা যায়, যাতে প্রমাণিত হয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও প্রশাসন চালানোর ও সরকারি কাজের যোগ্য।

এডিডি বাংলাদেশের প্রধান মোশাররফ হোসেন একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। তিনি বিশাল এই প্রতিষ্ঠানটি চালাচ্ছেন। তার অধীনে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় হাজার হাজার লোক তার কথায় সংগঠিত হচ্ছে। সারা পৃথিবী তিনি চষে বেড়াচ্ছেন এডিডি'র কাজে। প্রতিবন্ধিতা তার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এডিডি বাংলাদেশে গেলেই দেখা যাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বিভিন্ন কাজ করছে। যাদের কাজের দক্ষতা একজন অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। অর্থাৎ কাজ করার ক্ষমতা তাদের আছে। সেটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। স্টিফেন হকিং এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী। তিনিও একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। তাই বলে কি রাষ্ট্র তাকে কাজের সুযোগ করে দেয়নি?

সমাজ যখন ঘুণে ধরে, তখন দুর্নীতি আর কুসংস্কার মানুষের বিশ্বাসগুলোকে বড় বেশি আঁকড়ে ধরে। কুসংস্কারের আড়ালে ঢাকা পড়ে সত্য। একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে পিএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না দেবার পেছনে কুসংস্কার আর রাষ্ট্রীয় বৈষম্য নীতিই সবচেয়ে বেশি দায়ী। কিন্তু এর থেকে কি কোনো মুক্তি নেই? জানা যায়, এ বিষয়ে মামলা হয়েছে। কিন্তু মামলার কোনো অগ্রগতি নেই। ফলে পিএসসিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের বিষয়টিও ঝুলে আছে। গত বছর সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে সমাজকল্যাণমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, পিএসসিতে বিশেষভাবে যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করতে পারে সে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তারপর ৮ মাস গত হয়েছে কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ রাষ্ট্রীয়ভাবে করা হয়নি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেন বিশেষ বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এতে লিখিত পরীক্ষা ছাড়াই দৃষ্টি প্রতিবন্ধীব্যক্তিরা বিসিএসে অংশগ্রহণ করতে পারবে। পিএসসি এখনও বিষয়টি চিন্তা ভাবনা করছে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় অনুমতি দিলে পরবর্তী বিসিএসে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাহলে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কি হবে?

রাষ্ট্রের ধারণা যদি কল্যাণমুখী ও গণতান্ত্রিক হয় তবে সেখানে সব নাগরিকের আংশগ্রহণ থাকতে হবে। তা না হলে রাষ্ট্র যেমন গণতান্ত্রিক হয় না, তেমনি রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণেও কাজ করে না।

পিএসসিতে প্রবেশ কি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নিষিদ্ধ? যদি তাই হয় তবে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা দিতে হবে

পিএসসিতে প্রবেশ কি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নিষিদ্ধ? যদি তাই হয় তবে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা দিতে হবে। যদি তা না হয় তবে পরবর্তী পরীক্ষায় যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ এটা অধিকার। সংবিধান রাষ্ট্র বা সরকারকে অধিকার লঙ্ঘনের অনুমতি দেয়নি। সংবিধান দ্বারা যদি রাষ্ট্র পরিচালনা হয় তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পিএসসিতে অংশগ্রহণের সুযোগও সংবিধান দিয়েছে। এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। অতএব, তাদের প্রতি বৈষম্য করার কোনো সুযোগ নেই। একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হতে পারে আপনার ভাই, বোন বা আত্মীয়। যে বা যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়, যারা সরকার পরিচালনা করেন তারা কি এ বিষয়টি ভেবে দেখবেন না? আর কত দিন বৈষম্যের যাঁতাকলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পিষ্ট হবে? তাদের মুক্ত করার দায়িত্ব আমার, আপনার সবার।

কোলাজ কার্টুন : **রেজাউল হোসেন**

সাপ্তাহিক ২০০০-এডিডি বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগ